রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ২৮ চৈত্র – ৪ বৈশাখ, ১৪২৬–১৪২৭ ঃ ১১ এপ্রিল – ১৭ এপ্রিল, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 24, 11 April - 17 April, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: করোনা লকডাউনের ১১তম দিন। রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা

৩৪ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৩৮। ভারতে আক্রান্ত ২৮১১ এবং মৃত ৮২ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে হল প্রথম মৃত্যু।

রবিবার : প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সারা দেশে করোনার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করতে দীপ জেলে যাই কর্মসূচি পালন করল ভারতবাসী। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাতি, দীপ, টর্চ, মোবাইলের

ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে পালিত হল এক অন্য দীপাবলি।

সোমবার : রেশন বিলিতে অনিয়মের অভিযোগে শাস্তির মুখে চার রেশন ডিলার। সামাজিক

দূরত্বও মানছেন না গ্রাহকরা। তাই তারিখ ও সময় লেখা চিরকূট বাড়ি বাড়ি বিলি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।

মঙ্গলবার : করোনা পরিস্থিতি সামলাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদদের ৩০ শতাংশ বেতন ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয়

মন্ত্রীসভা। এছাড়াও এমপি ল্যাডে টাকা বরাদ্দও বন্ধ থাকবে আগামী দুবছর।

বুধবার : ক্রমশঃ বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ৫ হাজার

ছাড়িয়ে গিয়েছে দেশে। রাজ্যে ৭১। এই অবস্থায় লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করলেন একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মমতাও ইঙ্গিত দিলেন তেমনই।

বৃহস্পতিবার : এর আগে ছাড় পেয়েছিল মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। এবার রাজ্য সরকার লকডাউন

শিথিলের সিদ্ধান্ত নিল বিড়িশ্রমিক, ফুল ও পান চাষিদের জন্য। এতে কি সামাজিক দূরত্ব আদৌ বজায় থাকবে? বিতর্ক চলছেই।

শুক্রবার : হাওড়া হাসপাতালের সুপার সহ রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যার আরও এক ডজন বাড়ল। এদিকে দিল্লি, মহারাষ্ট্র সহ বেশ

কয়েকটি রাজ্যে বিভিন্ন এলাকা হটস্পট হিসাবে বাছাই করে সিল করা শুরু হয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

করোনা দুর্বিপাকে দিনমজুরী

কল্যাণ রায়চৌধুরী : করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সমগ্র ভারত জুড়ে চলা ২১ দিনের লকডাউনের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করার সম্ভাবনার কথা কেন্দ্রের তরফ থেকে প্রাথমিকভাবে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। এবার সেই লক ডাউনকে আরও কঠোর করা হবে, এমন ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ মহলের পক্ষ থেকে করোনাকে প্রতিহত করতে লকডাউনই একমাত্র মোক্ষম দাওয়াই বলে মনে করা হচ্ছে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতবর্ষে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী করোনা–আক্রান্ত ৫ হাজার ২৭৪ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৪৯ জনের। পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৭১, মৃত্যু সংখ্যা ৫। তবে গোটা বিশ্ব জুড়ে করোনা যেভাবে মহামারির আকার নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ ও মানব সমাজের দুশ্চিন্তার কারণ। পাশাপাশি করোনাকে হারাতে গিয়ে ভারতে যে লকডাউন চলছে এবং দেশবাসীর একটা বড় অংশে তার যে প্রভাব পড়েছে তাও মর্মান্তিক। কার্যত প্রায় সত্তর শতাংশের কাছাকাছি মানুষ পড়েছে শাঁখের করাতে। কেননা, এদের প্রায় সবই দিন আনা, দিন খাওয়া মানুষদের তালিকায় বলে মন্তব্য করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

তবে আশার কথা, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন করোনা সংক্রমণ রুখতে লকডাউনকে পালন করার আবেদন রেখেছেন, তেমনই পুলিশ ও প্রশাসনিক স্তরে সবাইকে মানবিক হওয়ার জন্যেও নির্দেশিকা জারি করেছেন। এমনকি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সবাইকে বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থারও নিদান দিয়েছেন।

এ সত্ত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় রেশন ব্যবস্থায় ব্যাপক অব্যবস্থা চলছে বলে উল্লেখ করেন সিটু (সিআইটিইউ)–র উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদক গার্গী চট্টোপাধ্যায়। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'প্রতিদিনের মজুর যারা দিন আনে, দিন খায়, বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষ যেমন রেল হকার, মুটিয়া, টো টো, অটো, বাস, ভ্যান চালক সহ ক্ষেতমজুর এদের সঞ্চয় তো খুব বেশি ছিল না। ফলে এই লাগাতার লকডাউনে তাদের অবস্থা দুর্বিসহ। পাশাপাশি রেশন থেকে তারা যা পাচ্ছে, তাও পর্যাপ্ত নয়। এদিকে জুট মিল শ্রমিকদের জন্য সরকার বলেছে সবেতন ছুটি দিতে। কিন্তু এখনও কোনও কারখানার মালিক তাদের সবেতন ছুটি দেয়নি। ফলে অনুপস্থিতিগুলি তাদের মাইনে থেকে কাটা যাচ্ছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রায় ১ কোটি ৯ লক্ষ মানুষের বাস। এর মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ ক্ষেত–মজুর সহ বিভিন্ন অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ। এমনকি ১০০ দিনের কাজটাও অনেকদিন ধরেই বন্ধ। মুখ্যমন্ত্রী বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালিত হচ্ছেনা। রেশন কার্ডও তো এখন নানা রকমের। অনেকের বিপিএল কার্ডও নেই। এমনকি রেশন কার্ডও হয়নি অনেকের। আবার ডিজিটাল কার্ডও এখনও অনেক বাকি। ইতিমধ্যে রেশনের অব্যবস্থা নিয়ে এই জেলার অনেক জায়গায়

তো বিক্ষোভও হয়েছে। আসলে করোনা প্রতিরোধে যে লকডাউন করা হয়েছে, তা তো অপরিকল্পিতভাবে। ফলে এইসব মানুষগুলো চরম দুর্ভোগের শিকার। করোনা প্রতিরোধ করতে গিয়ে এইসব মানুষগুলোর অনাহারে না মৃত্যু হয়! কেননা শাসকদলের একশ্রেণীর নেতা–কর্মীরা খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ঠিকা নিয়ে বসে আছে।'

আই এন টি টি ইউসি–র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত বলেন, 'অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির মানুষরা তো নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা তাদের সংসার প্রতিপালনের জন্য ব্যবস্থা করছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিনামূল্যে রেশন দেওয়া থেকে শুরু করে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি আমরাও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

করোনা আবহে গোটা দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। আর এই লকডাউন পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসংগঠিত শ্রমিকদের একটি বড় অংশ। শুধু তারাই নন, তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পৌরসভার সীমাহীন উদাসীনতায় চার মাসের প্রাপ্য মজুরি এখনো পর্যন্ত হাতে পাননি কোচবিহার পৌরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন পানীয় জল উত্তোলন কেন্দ্রের ৩০জন কর্মরত শ্রমিক। এই পানীয় জল সরবরাহকারী পাম্প অপারেটরদের মাসিক মজুরি প্রায় ১২ হাজার টাকা। আর এই উপার্জিত অর্থেই সংসার প্রতিপালিত হয় তাদের। এই অবস্থায় এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন এই পানীয় জল সরবরাহকারীরা। দীর্ঘ চার মাসের মজুরি না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে কার্যত অর্ধাহার—অনাহারে দিন কাটছে তাদের। তাই দ্রুততার সাথে তাদের এই প্রাপ্য মজুরি মিটিয়ে না দেওয়া হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে আন্দোলনে সামিল হবেন তারা। এই মর্মে সোমবার কোচবিহার পৌরসভার পৌর প্রধানকে ডেপুটেশন দিলো পানীয় জল পাম্প অপারেটর কর্মী ইউনিয়ন নর্দান মেকানিক্যাল ডিভিশন কমিটি।

এরপর তিনের পাতায়

বাজারে মানুষের অবাধ বিচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দঃ ২৪ পরগনা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯ টি ব্লকেই সরকারি ভাবে লকডাউন চলছে। কিন্তু প্রতিদিন সকাল হলেই জেলার প্রতিটি বাজারে, ব্যাঙ্কের সামনে, রেশন দোকানের সামনে মানুষের ভিড় দেখলে মনে হবেই না এটা লকডাউন। সোসাল দূরত্ব, স্যানিটাইজার, মাস্ক কোনও শর্তই অনেকে মানছেন না। দক্ষিণ শহরতলির জিনজিরা বাজারে (হেমন্ত বসু মার্কেট) গিয়ে তো রীতিমতো অবাক হতে হল, মেলার মতোই ভিড় সবজি বাজারে। মাস্ক ব্যবহার না করে মাঝে মধ্যে ব্যবসায়ীরা গামছা দিয়ে মুখ ঢাকছেন। বাজারে হাত ধোয়ার সাবান–জল কিছুই নেই। মাঝে মধ্যে পুলিশ আসছে– দায়সারা ভাবে লাঠি উঁচিয়ে কিছু সতর্কতামূলক কথা বলেই উধাও হয়ে যাচ্ছেন। লক ডাউনের প্রথম দিকে পুলিশী তৎপরতা ভালোই ছিল, হঠাৎ পুলিশ কেন নীরব হয়ে গেল বোঝা যাচ্ছে না। একই চিত্র ঠাকুরপুকুর বাজার, বাখরাহাট, নোদাখালি, চড়িয়াল, বজবজ, শ্যামপুর সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষজন।

এরপর তিনের পাতায়

পূর্ণিমার কোটালে নদীবাঁধ ভাঙলো মাতলা নদীতে

সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী: ভরা পূর্ণিমার কোটালের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নদীবাঁধ ভাঙলো দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের মাতলা নদীর।বুধবার সকালে বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের গৌরদাস পাড়া গ্রামের মাতলা নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হল কুলতলি চোরাডাকাতিয়া গ্রাম ও গৌরদাস পাড়া গ্রাম। জোয়ারের জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু মাটির বাড়ি ও চাষের জমি ও পুকুরের মাছ।বুধবার সকালে জোয়ারের জলে এই নদীবাঁধ ভাঙলেও এদিন দুপুর পর্যন্ত নদীবাঁধ সারাইয়ের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি প্রশাসনের তরফ থেকে। ফলে নদীর এই নোনা জলে প্লাবিত হয়ে ঘর ছাড়া হয়ে পড়েছেন এলাকার বহু মানুষ।

উল্লেখ্য ২০০৯ সালের ২৫ মে আয়লা নামক ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের উপর। হাজার হাজার বাড়ি, গবাদি পশু ও বহু মানুষ ভেসে গিয়েছিল জলের তোড়ে। আয়লার সেই স্মৃতি এখনো টাটকা সুন্দরবনবাসীর মনে। এরই মধ্যে বুধবার সকালে পূর্ণিমার ভরা কোটালের জলোচ্ছ্বাসে মাতলা নদীর বাঁধ ভাঙলো সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকে। আর সেই নদীর বাঁধ ভেঙে নোনা জল গ্রামে ঢুকে প্লাবিত হল বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘটনার জেরে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। কেউ আশ্রয় নিয়েছেন পাশের গ্রামের কোন আত্মীয়, বন্ধুর বাড়িতে তো কেউ আশ্রয় নিয়েছেন

নৌকার উপর। হোগল নদীর নোনা জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু চাষের জমিও। বহু পুকুরের মাছও মারা গিয়েছে এই নোনা জল ঢুকে যাওয়ায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকার নদী বাঁধের অবস্থা ভীষণ খারাপ, বারে বারে এ বিষয়ে স্থানীয় বিডিও অফিস সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। ত্রানের ব্যবস্থা তো দূর একবারের জন্য স্থানীয় ব্লক প্রশাসন বা পঞ্চায়েতের কোন কর্তা ও খোঁজ নিতে গ্রামে আসেনি বলে অভিযোগ।

যদিও অবশেষে বিকাল নাগাদ একপ্রকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নদীবাঁধ বাঁধার কাজ শুরু হয়।

তবে পুনরায় রাতে জোয়ার উঠলে এই বাঁধ কতোটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে সে বিষয়ে যথেষ্ট আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। কেননা লক ডাউনের পরিস্থিতিতে বাঁধ মেরামতির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অপ্রতুলতার কারনে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তারা।

জোড়া জাহাজ ডুবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার কোটালের বানে কয়েক ঘন্টার ব্যাবধানে হুগলী নদীতে বাংলাদেশের দুটি ছাই ভর্তি বার্জ ডুবে গেল। সকাল সাড়ে আটটা

নাগাদ কুলপী থানার ট্যাংরার চড়ায় একটি বার্জ ডোবে। দ্বিতীয়টি সাগর থানার কচুবেড়িয়ার জেটি ঘাটের কাছে মুড়িগঙ্গা নদীতে বিকেল সাড়ে চারটের সময় ডুবে যায়। দুটি বার্জ থেকে মোট আঠের জনকে উদ্ধার করা হয়। সকলকেই কোয়ারেন্টিন সেন্টারে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে কোটালের বানে বজবজ থানা এলাকার বজবজ কালীবাড়িতে জেটি ঘাট ভেঙে পড়েছে। সুত্রের খবর, হাওড়া জেলার বাউড়িয়া সহ অনান্য জেটি ঘাটেরও ক্ষতি হয়েছে।

করোনার জেরে সরকারি মদের দোকান বন্ধ

নদীপথে হাওড়া থেকে ঢুকছে চোলাই

কুনাল মালিক : করোনা ভাইরাস আতঙ্কের জেরে এখন রাজ্য তথা জেলা জুড়ে লকডাউন চলছে। সুরাপায়ীরা এখন চরম কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ সব সরকারি মদ দোকানেই লকডাউন। তবে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবৈধ চোলাই প্রস্তুত কারক ও ব্যবসায়ীরা কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। প্রসঙ্গত মাস খানেক আগে আমাদের পত্রিকায় হুগলি নদী পথে হাওড়া জেলার শাঁখা ভাঙা থেকে নোদাখালি থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় চোলাই সরবরাহের ছবি সহ একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ব্লক ও পুলিশ এবং আবগারী দফতর তৎপর হতেই, চোলাই বিক্রি বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকারি দোকান বন্ধ থাকায়, এবং কিছু কিছু এলাকায় সরকারি দোকানের মদ রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যাচ্ছে। এবং ৫২০ টাকার মদ ২০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সেই চড়া দামের মদ অনেকেই সংগ্রহ করতে পারছে না। এই সুযোগটাকেই চোলাই কারবারীরা কাজে লাগাতে চাইছে। সম্প্রতি দক্ষিণ শহরতলির রায়পুর, গদাখালী, নলদাঁড়ী বুড়ুল এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন সূত্র মারফৎ জানতে পারলাম, এখন এ পার থেকেই লোকজন নৌকা নিয়ে শাঁখাভাঙায় চোলাই আনতে যাচ্ছে। এবং ব্যারেল–ব্যারেল চোলাই নদী পথে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ঢুকে পড়েছে। করোনার জেরে ইতিমধ্যেই ব্লক ও জেলা প্রশাসনের হিমশিম অবস্থা, স্বাস্থ্য দফতরেও

নানা ব্যস্ততা চলছে। এর ওপর যদি বিষ চোলাই খেয়ে মানুষজন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। নোদাখালী থানা এলাকার আবগারী দফতরের আধিকারিক উত্তম সরকার বলেন, বিষয়টি আমাদের কানে এসেছে, আমরা নজরদারী করছি। সচেতনতা মূলক প্রচারও শুরু করা হয়েছে।

আবেদন

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত গোটা পৃথিবী সহ ভারতবর্ষ। সংক্রমণ শৃঙ্খল ভাঙতে প্রতিরোধ কৌশল হিসাবে হঠাৎ করেই সারা দেশ জুড়ে ঘোষিত হয় লকডাউন। বন্ধ করে দেওয়া ট্রেন, বাস, বিমান সহ সমগ্র গণপরিবহন ব্যবস্থা। ফলে বিপাকে পড়েছি আমরাও। কর্মীদের যাতায়াত সহ সার্কুলেশন থমকে যাওয়ায় গত দু সপ্তাহ কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আলিপুর বার্তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই সময় পাঠকদের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছে আলিপুর বার্তা ইউটিউব চ্যানেল। পরে সমস্ত বিভাগ পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়ায় ফের নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে হাত দেওয়া হল। আশাকরি এই অনিচ্ছাকৃত অপ্রকাশ মার্জনা করবেন। এই সঙ্গে পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতাদের আমাদের পাশে থাকার আবেদন জানাই।

সম্পাদক

করোনাকে হারাতে সচেতনতার দিন যাপন গাছে, মাঠে, নৌকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই মুহূর্তে করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে একাধিক সুরক্ষা সহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবার জন্য যখন সকলকে ঘরে থাকার কথা বলা হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি সর্দি কাশি সহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিলে যখন কোয়ারান্টাইনে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। ঠিক এই সময় অনেকেই কিন্তু সমস্ত নিয়ম ভাঙছেন। বিশেষ করে শহর অঞ্চলের ঘটনা ঘটলেও গ্রামীণ এলাকার নাগরিকরা এ ক্ষেত্রে অনেকটাই সতর্কতা যে অবলম্বন করছে তা বলা যেতেই পারে। সচেতনতার এমনই এক বিরল ছবি ধরা পড়লো কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ এর জামালদহ গ্রামে।

এখানকার গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভীন রাজ্য থেকে কোন শ্রমিক গ্রামে ফিরলে ১৪ দিন তাদের জনবসতি থেকে দূরে গাছের উপর তৈরি করা অস্থায়ী ঘরে থাকতে হবে। সেখানে থাকার জন্য যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য মশারি,আলোর

ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা অর্জুন গাছের ডালে একটি অস্থায়ী ঘর বানিয়েছেন। অর্জুন গাছের উপকারিতা আছে বলেই এই গাছকে বেছে নিয়েছেন বাসিন্দারা।

যদিও করোনা মোকাবিলায় এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। করোনা সংক্রমণ রুখতে এই পদক্ষেপ নিয়ে অনেকেই অনেক মন্তব্য করছেন।করছেন সমালোচনাও। জনবসতি থেকে দূরে গাছের ওপর এই 'কোয়ারান্টাইন' কতটা স্বাস্থ্যকর তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

এই প্রসঙ্গে গ্রামবাসীদের একটি বড় অংশ জানান, কোরানা আতঙ্কে তারা এই গাছের ওপর কোয়ারান্টাইন তৈরি করেছেন। ভিন রাজ্য থেকে কেউ এলে এখানেই তাকে থাকতে হবে ১৪দিন ।

সচেতনতার আরও দুই দৃষ্টান্তর হদিশ মিলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। কোন সরকারি হোম কোয়ারান্টিন নয়। ঘর নেই, দরজাও নেই, নেই কোন নিরাপত্তাও। খোলা আকাশের নীচে ক্ষেতের ধান জমিতে ও নদীবক্ষে নৌকার মধ্যেই তৈরী করে ফেলেছেন কোয়ারান্টিন। আর এমন সচেতনার বিরল দৃষ্টান্তের সাক্ষী থাকলো বিশ্বের বৃহত্তম ব—দ্বীপ

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা ঝড়খালি।

রমেশ চন্দ্র মন্ডল। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা এলাকায়। পেশায় মৎস্যজীবী। অপর এক যুবক পেশায় দীনমজুর। নাম তাপস শিকদার। বাড়ি ঝড়খালি এলাকার বিবেকানন্দ পল্লীতেই। যুবক এবং বৃদ্ধ দুজনেই কেউ বিখ্যাত ব্যক্তি নন। তা স্বত্বেও করোনার দাপটে এই দুজন বর্তমানে সুন্দরবনে বয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো হিরো। করোনা ভাইরাস আটকাতে কিংবা যাতে সংক্রমণ না ছড়ায় তার জন্য কোয়ারান্টিনের নতুন এক দিগন্ত বা পথ দেখিয়ে দিলেন এই বৃদ্ধ ও যুবক।

জঙ্গল ঘেঁষা নদীবক্ষে নৌকায় কোয়ারান্টিনে রয়েছেন হাবরার বাসিন্দা বছর পঁয়ষট্টির বৃদ্ধ রমেশ চন্দ্র মন্ডল। পেশায় মৎস্যজীবী রমেশ গত প্রায় এক মাস আগে বেরিয়েছিল সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে। অগত্যা বাড়িতে ফেরার আগেই করোনা গ্রাস করে সমগ্র দেশ।

শুরু হয় লকডাউন। অত্যন্ত সচেতন রমেশ প্রশাসনের নিয়ম মেনেই ঝড়খালির বিবেকানন্দ পল্লি গ্রামের পাশেই বিদ্যাধরী নদীবক্ষে নৌকায় কোয়রান্টিন এ রয়েছেন একাকী।

অন্যদিকে ঝড়খালি বিবেকানন্দ পল্লি গ্রামের বাসিন্দা তাপস শিকদার। পেশায় দীনমজুর।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২৫ জানুয়ারি – ৩১ জানুয়ারি, ২০২০

যে লড়াইতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতেই হবে

করোনা ক্রাইসিসের এই বাজারে এই মুহূর্তে নানা গুজব ভাসছে সোস্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় গণমাধ্যমের আনাচে কানাচে। করোনার ওষুধ বেরিয়ে গেছে এমন একটা 'শুভ সংবাদ' পৃথিবীর সমস্ত মানুষই শুনতে চায়, জানতে চায়, বুঝতে চায়। বিক্ষিপ্ত আশার বাণী বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চারিত হলেও সোচ্চারে প্রকট হয়নি আজও। সারা বিশ্বই যেন আজ একই পথের পথিক। পৃথিবী এমন সংকটে পরেছে অতীতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে জানা যায় না। বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধ কিংবা প্লেগ মহামারিতে বহু মানুষ অকালে চলে গিয়েছিল।

করোনা ভাইরাস চেহারা পরিবর্তন করে মানব সমাজের ওপর যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তা এক কথায় অতি ভয়ংকর। রাজনীতি অর্থনীতি সবই যেন মহাপ্রস্থানের পথে। মানুষের উন্নত বৈজ্ঞানিক ভাবনা চিন্তার ফসল কিনা তা হয়তো আগামী দিন জানা যাবে। কী উদ্দেশ্যে এই মারণ ভাইরাস সৃষ্টি ও লয় হলো কিংবা প্রলয়ের অপেক্ষায় রইলাম আরও তা অনাগত কালের অন্ধকারে রইল। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে পরিষেবা সামগ্রী তা উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে অপ্রতুল তা আবার প্রমাণ মিলেছে। সবচেয়ে বেশি উন্নত ও ধনী দেশগুলি চরম ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাজ্য থেকে শুরু করে জাপান, চিন, ব্রিটেন সকলেই আজ করোনায় কাবু। মানব সভ্যতা বাঁচাতে গেলে উন্নত অস্ত্রের থেকেও অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবা কতটা জরুরি তা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। লক ডাউনের বাজার দেখে একেবারেই অভ্যস্ত নয় এদেশের মানুষ। রাজ্য ও কেন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্ট কছে মানুষের পাশে দঁড়াতে তবু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমতঃ, জনতা কার্ফুর ২ সপ্তাহ আগে আন্তর্জাতিক উড়ান এদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলে কতটা ক্ষতি হতো। দ্বিতীয়ত, রাজধানী দিল্লির বুকে এমন ধর্মীয় সমাবেশের খবর ইন্টালিজেন্স পেল না কেন? এছাড়াও আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, মিষ্টান্ন, দিদি এ ফুলের বাজার এত দ্রুত খুঁলে দেওয়া কি যথাযথ হল পশ্চিমবঙ্গে। অভাবগ্রস্তদের পাশে থাকার জন্য রাজনীতিকরা নানা চেষ্টা করছেন। হয়তো অনেকটা আন্তরিক ভাবেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নানা অভিযোগ উঠছে প্রশাসনের বীরুদ্ধে তবু একতাবদ্ধ হয়ে আজ লড়াইয়ের দিন। স্থানীয় শিক্ষক অশিক্ষক সরকারী কর্মচারীদের ত্রাণ সামগ্রী বিলিতে অংশগ্রহণ করাতে পারলে হয়তো পক্ষপাতিত্ব ও ক্ষোভ কিছুটা উপসম হতো। দেশের প্রধানমন্ত্রী যে ভাবে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী বিদ্যুৎকর্মী সেনাবাহিনী প্রভৃতি করোনা লড়াইয়ের সৈনিকদের প্রতি সহমর্মীতা জ্ঞাপনের পথ ;দেখিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য।

সরকার ও চিকিৎসকদের নির্দেশ মতোই পথ চলা এখন করোনা থেকে বাঁচার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন, নিজের পরিবার স্বজন সমাজ ও মানব জাতির জন্য এই করোনা লড়াইতে ঐক্যবদ্ধ থাকতেই হবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

সমস্ত পাপের মূল উৎস হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রভুত্ব অস্বীকার করে প্রকৃতির নিয়মের অবাধ্যতা করা। প্রকৃতির নিয়মের অবাধ্যতা অথবা ভগবানের আদেশ অমান্য কররার ফলে মানুষের সর্বনাশ হয়। কেউ যদি যথার্থভাবে প্রকৃতিস্থ হন, প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অবগত হন এবং অনর্থক আসক্তি অথবা বিরক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হন, তা হলে ভগবান অবশ্যই তাকে কৃপা করেন, এবং তিনি তখন নিঃসন্দেহে তাঁর নিত্য আলয় ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

মন্ত্র দুই

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি নকর্ম লিপ্যতে নরে ।।২।।

কুর্বন– অবিচ্ছিন্নভাবে করে; এব– এভাবেই; ইহ– এই জীবনে; কর্মাণি– কর্ম; জিজীবিদেৎ– জীবিত থাকার বাসনা করা উচিত; শতম্– একশ; সমাঃ– বছর; এবম্– এভাবেই; ত্বয়ি– তোমাকে; ন– না; অন্যথা– বিকল্প; ইতঃ– এই পথ থেকে; অস্তি– আছে; ন– না; কর্ম– কর্ম; লিপ্যতে– বন্ধন করতে পারে; নরে– মানুষকে।

অনুবাদ

কেউ যদি এভাবেই কর্ম করে চলে, তা হলে সে শত বছর বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করতে পারে, কেন না ওই ধরনের কর্ম তাকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে না মানুষের এ ছাড়া অন্য কোনও গতি নেই।

তাৎপর্য

কেউ মরতে চায় না এবং সকলেই যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকতে চায়। এই প্রবণতাটি কেবল ব্যক্তিগত মানুষেরই হয়, সমষ্টিগত সম্প্রদায়ে, সমাজে এবং জাতিতে দেখা যায়। সমস্ত জীবই বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে এবং বেদে বলা হয়েছে যে, তা স্বাভাবিক। জীব স্বাভাবিকভাবে নিত্য, কিন্তু জড়–জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তাকে বার বার কিছু পরিবর্তন করতে হয়। এই পন্থাকে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। এই দেহান্তরের কারণ কর্মবন্ধন। জীবকে জীবন ধারণের জন্য কর্ম করতে হয়....

ফেসবুক বার্তা

করোনায় ঈশ্বর অকরুণ কেন?

নির্মল গোস্বামী

জেলঅদৃশ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক প্রাণঘাতি ভাইরাস বিশ্বজোড়া ত্রাসে পরিণত হয়েছে। স্তব্ধ সভ্য মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা। কলকারখানায় বন্ধ উৎপাদন, বন্ধ স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বন্ধ শপিং মল, গণ পরিবহন। সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে কোটি টাকার লোকসান। বিজ্ঞানীরা প্রাণপাত করছেন এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিষেধক বের করার জন্য। হয় তো বা অচিরেই বের হবে ওষুধ। বাঁচবে মানব সমাজ তথা সভ্যতা। কারণ মানুষের মস্তিষ্ক বারবার অসাধ্য সাধন করেছে। সভ্যতার চাকা তাই আজও চলমান। বর্তমানের এই উন্নত মানব সভ্যতাকে নিয়ে মানুষের গর্বের অন্ত নেই। কিছু মানুষ আছে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রাকে হাতিয়ার করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চায়। মানুষ যেভাবে ধাপে ধাপে প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের উদঘাটন করে চলেছে– তাতে করে মনে হয় সত্যি তো আর কারও অদৃশ্য হাতের অস্তিত্বের প্রয়োজন পড়ে না। তবুও যুগে যুগে সভ্য মনুষ্য সমাজে এই বিজ্ঞান আর ঈশ্বরের দ্বন্দ্বে বিভাজিত হয়েছে সমাজ তথা সমাজের জ্ঞানীগুনি জনেরা। যুক্তিবাদী আর ভাববাদী। সেই কবে স্মরণাতীত কালে চার্বাক মুণি বলে গিয়েছিলেন আর আধুনিক মানুষ বলবে এ আর বড় কথা কি? তাই করোনা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য মন্দির মসজিদ গীর্জায় জনসমাগম রোধের জন্য প্রার্থনা বন্ধ হতেই স্যোসাল মিডিয়ায় আছড়ে পড়েছে মিম। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আবাস বন্ধ করোনার ভয়ে। কেউ বলছে দেবতাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মানুষের বিপদের দিনে। আরও কত কি বাক্যবাণ ধেয়ে আসছে ঈশ্বরের দিকে।

ঈশ্বর আর মানুষের সম্পর্কটা বোঝার জন্য একটু ধৈর্য্য ধরে একটা গল্প শুনুন। আরবদেশের গল্প– এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভদ্রলোক খোদার এই দুনিয়ায় মানুষের অন্যায় অপরাধ কুকর্ম ইত্যাদি দেখে খুবই দুঃখিত হয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাত। হে আল্লা, তোমার রাজ্যে মানুষ কেন এতো অমানুষ হয়ে যায়? মানুষ কেন মানুষের উপর অন্যায় করবে? এবং অন্যায় করেও তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে? আল্লার এ বিচার ঠিক হচ্ছে না। প্রতিদিনই তিনি মনে মনে এই সব বলতেন আল্লার উদ্দেশ্যে। একদিন আল্লা তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন ঠিক আছে, তোমার প্রার্থনা আমি শুনেছি। তোমাকে একদিনের জন্য আমার পোস্ট দিলাম। আজকের জন্য তুমি আল্লা আর আমি দর্শক। এক দুষ্ট লোক বাস করত।

খুন ধর্ষণ ডাকাতি এ যেন কুকর্ম নেই যা সে করেনি। সেই পাড়ায় একজনের অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই কন্যার প্রতি ওই দুষ্ট লোকটি কুনজর পড়েছিল। যে কোনও উপায়ে তাকে ভোগ করার ফন্দি ফিকির খুঁজতে থাকে। ইতিমধ্যে কোন কারণে সেই সুন্দরী নারীর মৃত্যু হয়। তখন সেই দুষ্ট লোকটি তার অতৃপ্ত কামনা পূরণ করার জন্য রাতের অন্ধকারে কবর থেকে মৃতদেহ তুলে সেই মৃতদেহের বলাৎকার করে। এই জঘন্য ঘটনায় সেই আল্লা রূপী মানুষটি আর স্থির থাকতে না পেরে তরোবারি নিয়ে সেই দুষ্ট লোকটির মুণ্ডু কাটতে উদ্যত হয়। এমন সময় আল্লা স্বয়ং সেখানে হাজির হয়ে বলে করছ কি তুমি? এই লোকটি এর আগে অনেক অপরাধ করেছে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

আর এই একটা অপরাধ দেখেই তুমি এর মুণ্ডু কাটতে যাচ্ছ। তখন আল্লারূপী মানুষ বলে কেন প্রভু কোরানেই তো মৃতদেহ বলাৎকারে শিরচ্ছেদের শাস্তির কথা লেখা আছে। তখন আল্লা বলে ঠিক বলেছ তুমি কিন্তু কোরান তো মানুষের জন্য লেখা। তুমি কি আজ মানুষ? আমি তো আজকের জন্য তোমায় আল্লা করে দিয়েছি সেটা ভুললে চলবে কেন? মানুষটি তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আল্লার কাছে ক্ষমা চায় এবং স্বীকার করে যে আল্লার মহিমা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজায় প্রজায় সম্পর্ক, শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক, কিংবা সমাজে স্বীকৃত মানুষ মানুষের সে সম্পর্ক তার ভিত্তিতে যদি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যোগসূত্র খুঁজতে যাই তাহলেই মস্ত ভুল করব আমরা। এই সব সম্পর্ক জাগতিক স্বার্থ বন্ধন যুক্ত সম্পর্ক। এখানে দেওয়া–নেওয়ার সম্পর্ক। তোমাকে এতো দিন আমি ধূপ–ধূনা নৈবেদ্য দিয়ে পুজো করেছি তার বিনিময়ে তুমি আমাকে করোনা থেকে বাঁচাও। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় এতো দোকানদারির সম্পর্ক। ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক হল অহৈতুকি প্রেমের সম্পর্ক। কারো কাছে অতি সরল আবার কারো কাছে অত্যন্ত জটিল–দুর্বোধ্য। জ্ঞানের অগম্য।

সৃষ্টি আর স্রষ্টার মধ্যে যে সম্পর্ক। আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সেই সম্পর্ক। তাঁর লীলা খেলার ইচ্ছা হল। তাই এক থেকে বহু হলেন, 'সদ একংবিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। আবার বহুর মধ্যেও তিনি রইলেন সুপ্ত হয়ে লীলার রসাস্বাদন করার জন্য। আমরা লীলা কী তা সুস্পষ্টরূপে জানি না। লীলাকে খেলার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। আমরা বলি ভগবানের লীলা খেলা। আমরা খেলার সঙ্গে লীলার সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলি। খেলার কতগুলো নিয়ম আছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে সেই নিয়ম মানতে হয়। আমরা তাই ভাবি যে লীলার বোধহয় খেলার মতো নিয়ম আছে। আর ঈশ্বরও সেই নিয়ম মানতে বাধ্য। আর লীলার মধ্যে সেই নিয়মের কার্যকারণ সম্পর্কের খোঁজ করতে গিয়ে হোঁচট খাই। এবং লীলাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতিই সন্ধিহান হয়ে উঠি।

সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস। এই তিনটি ধাপই ঈশ্বর লীলার পরিসীমায় আবদ্ধ। এখানে এরকম নয় যে ঈশ্বর সৃষ্টি করছে আর শয়তান ধ্বংস করছে। তাই ধ্বংস যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করে ঈশ্বর তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করবে। জন্ম, বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু সবই এক ঈশ্বরের হাতে। জন্ম, বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু তিনটেই জীবনের সত্য। শুধু মাত্র সময়ের পার্থক্য। তাহলে শুধু মানুষের মৃত্যুকেই ঈশ্বরের অক্ষমতা নিদর্শন বলে ভাবব কেন? এটা চরম সত্য যে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যতটা ঈশ্বরকে ডাকে, মরণের জন্য অনেক বেশি করে ঈশ্বরকে ডাকে। করুন আকুতি জানায় জরা ব্যধির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য। সেই চিরকাঙ্খিত মৃত্যুর জন্য (মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান) ঈশ্বরকে দোষারোপ করা যায় কি?

কীটানু থেকে মানুষ। যেখানে যত প্রাণের স্পন্দন আছে সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের রাজত্বে সকলের সমান অধিকার। মশার বাঁচার এবং বংশ বৃদ্ধি করার অধিকার আছে। কিন্তু আমরা যখন লক্ষ কোটি মশা মারি আমাদের প্রয়োজনে তখন ঈশ্বর যেমন নির্বিকার থাকে। মশা মেরেছ বলে সুদর্শন চক্র নিয়ে পুরসভার অফিসারদের দিকে ধেয়েযায় নি, ঠিক তেমনি ভাবে ভাইরাস যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ মারে এবং ঈশ্বর নির্বিকার থাকে। তখনই ঈশ্বরের দোষ হয়। এ কেমন যুক্তি ভাই।

করোনা কাঁটা ছাপিয়ে নতুন যুগের অর্থবাজারের প্রস্তুতি

পার্থসারথি গুহ

করোনা কাঁটায় জর্জরিত সারা দুনিয়া। যার ভালমতো আঁচ এসে পৌঁছেছে ভারতেও। প্রাণহানি বা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ার সঙ্গেই ভারতের অর্থবাজারও দুমড়ে মুচড়ে পড়েছে। অবশ্য

ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার শেয়ার বাজারেরও অবস্থা সঙ্গীন। মাত্র দিন ১৫–২০ আগেই ভারতীয় সূচকদ্বয়ের রূপটা ছিল এইরকম। নিফটি প্রায় ১২,৫০০ র কাছাকাছি। সেনসেক্স ৪২–৪৩ হাজার। এই জায়গায় থেকেই ৪০ শতাংশ পতন ঘটেছে সূচকের। নিফটি প্রায় ৭,৫০০ আর সেনসেক্স ২৬ হাজারের কাছে আসে। এই জায়গা থেকে উনিশ–বিশ উন্নতি হলেও বাজার যে দ্রুত স্থিতাবস্থা ফিরে পাবে এমন ভাবনা কোনও পাগলেও ভাবছে না। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা কতদিনে কাটবে সেটাও বোঝা অসম্ভব। তবে গ্রীষ্মের দেশ ভারতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব একটা জায়গায় থমকে যাওয়ার আশা রয়েছে অনেকের মনেই। সেক্ষেত্রেও সময়টা ৩–৬ মাস লাগতেই পারে। তারপর কি সব মিটে যাবে? উত্তর মোটেই না। বরং এরপর শুরু করোনা আফটার এফেক্ট। যার জের কতদিন বা বছর গড়াবে তা এই মুহূর্তে আন্দাজ করাও অসম্ভব।

তবে এটা ঠিক সূচক সাম্প্রতিক অতীতে যে উচ্চতা দেখেছে তা ফিরে পেতে বহু সময় লাগবে। হয়তো দেখা যাবে আগের হিরোরা পরিবর্তিত অবস্থায় কোনও কাজেই আসছে না। নতুন কিছু সেক্টর বা শেয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময় নিশ্চিতভাবে জায়গা করে নেবে। লগ্নিকারীদেরও তাই এই বিপদের সময় দাঁড়িয়ে এমন কিছু সেক্টর বেছে নেওয়া জরুরি। আর নতুন লগ্নি? এতটা নিচে বাজার। তাই অনেকের হয়তো মনে হচ্ছে এখন থেকেই ভাল শেয়ার কেনা শুরু করা উচিত। তাঁদের একটাই কথা বলার। কিনুন, নিশ্চয়ই বিনিয়োগ করুন। কিন্তু আপনার মোট ক্রয় ক্ষমতার পুরোটা ভুলেও এখন লগ্নি করবেন না। যদি খুব ভাল মানের কিছু শেয়ার কিনতেই হয় তবে মোট পুঁজির সিকিভাগ এখন বিনিয়োগ করুন। অপেক্ষা করুন। হয়তো নিফটি ৬ হাজার পর্যন্ত চলে আসতে পারে। সেনসেক্স ২০–২২ হাজারের জায়গা ছুঁতে পারে। ফলে লগ্নি হবে ধাপে ধাপে। আবারও বলা হচ্ছে ভাল শেয়ার কিনুন। ঠিক আছে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিনতে হবে সেসব শেয়ারও যা করোনাত্তর জমানার ট্রাম্প কার্ড হয়ে উঠতে পারে।

সাম্প্রতিক ১২ হাজারি উচ্চতার পর প্রায় ৫ হাজার পয়েন্ট খোয়াল নিফটি। শতাংশের বিচারে প্রায় ৪০ শতাংশ। এই পতনে আবার বিদেশি ফান্ডগুলোর বড় বিক্রি মস্ত বড় কারণ। তবে আশার কথা এখনও কিনে চলেছেন দেশি মিউচুয়াল ফান্ডগুলো। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা বড় ফান্ডের। অর্থনীতির প্রত্যাবর্তন ঘটলে বাজার ঘুরে দাঁড়াবে। আর ডামাডোল এলে আরও পতনের জন্য তৈরি থাকতে হবে। বিগত সপ্তাহে অর্থবাজার বেশ ব্যাকফুট মেজাজে শুরু করেছে।

অল্প কয়েকদিন আগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ১২,৩৫০। কিছুদিন সেই রেকর্ড ভাঙল নিফটি। তারপর আবার একটা ছোট্টব্যাক সাড়ে ১১ হাজারের কাছে গোত্তা খেতে দেখা যায় নিফটিকে। সেই জায়গা থেকে ওস্তাদের মার শেষ রাতের মতো সপ্তাহের শেষ দিন ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় সূচক। যা নিঃসন্দেহে বুল তথা ইতিবাচক লগ্নিকারীদের পক্ষে স্বচ্ছ বাতাবরণ গড়ে তুলছে। কেন্দ্রে স্থায়ী সরকারের পুনর্প্রতিষ্ঠাই এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজারকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তার সঙ্গে যোগ করতে হচ্ছে বিদেশিদের কেনার ব্যাপারটাও। প্রসঙ্গত, ২০১৮ র সেপ্টেম্বরে এই উচ্চতা স্পর্শ করে ছিল নিফটি মহারাজ। সেনসেক্সও অনুরূপভাবে নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। এখন আরো বৃদ্ধি না কিছুটা সেটব্যাক সেটা নিয়েই এখন প্রশ্ন। তবে এবারের কেনায় নিশ্চিতভাবে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণ একটা বড় ব্যাপার। অবশ্য গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার খেলা এই বিদেশিরা আগেও দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে ডোমেস্টিকরা অনেক নিরাপদ। কিন্তু তাদেরও কেনার একটা লিমিট আছে।

বুলরা মূলত বাজারের বাড়ার পক্ষে সওয়াল করে। আর বেয়াররা ওকালতি করে বাজারের পতনের পক্ষে। শুধু সূচকের বাড়া বা কমার মধ্যেই বুল—বেয়ারদের লড়াই থেমে থাকে না। কোনও শেয়ারের উত্থান পতন নিয়েও এদের আকচাআকচি চলে। সোজা সাপ্টা ভাষায় বললে বুল ও বেয়াররা ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তার প্রতিভূ হয়ে থাকে।যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই হয়ে উঠবে নতুন আঙ্গিকে নয়া চ্যালেঞ্জ। এখানেও লগ্নিকারীদের অটল থাকতে হবে তাদের বেসিক জায়গায়। হুটপাট করে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে দেখেশুনে কেনায় যেতে হবে। কারণ, এখন ভুলভাল শেয়ার বাছাই করলে বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন লগ্নিকারীরা। সুতরাং সবকিছু ভেবে চিন্তে তবেই পদক্ষেপ করতে হবে।

দেশের কঠিন বিপর্যয় স্মরণে রাখতে সদ্যজাতের নাম 'লকডাউন' রাখলেন মধ্যপ্রদেশের দম্পতি

তীব্র করোনা সংকটে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে গোটা দেশ। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্র ও একাধিক রাজ্যের তরফে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এবার জাতীয় সংহতির বার্তা দিতে মধ্যপ্রদেশের শেওপুর জেলার এক দম্পতি তাদের সদ্যজাতের নাম রাখলেন লকডাউন। শেওপুর জেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে জন্ম হয় সদ্যজাতের ৬ই এপ্রিল শেওপুর জেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ওই নবজাতকের জন্ম হয়। সদ্যজাতের পিতা ও মাতা রঘুনাথ মালী এবং তার ২৪ বছরের স্ত্রী স্ত্রী মঞ্জু, উভয়ই শেওপুর জেলার বাছেরি গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা যাচ্ছে। দেশের এই কঠিন বিপর্যয়ের কথা স্মরণে রাখতেই এই নাম রাখার সিদ্ধান্ত ছেলের এই অদ্ভুত নাম রাখার পিছনে আসল কারণ সম্পর্কে পেশায় চাষী রঘুনাথকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বর্তমানে দেশে গত তিন সপ্তাহব্যাপী কঠিন সপ্তাহের কথা তুলে ধরেন। মূলত এই বিপর্যয় ও দেশের দুরাবস্থার এই সন্ধিক্ষণে ছেলের জন্ম হওয়াতেইউ তারা তার নাম লকডাউন রেখেছেন বলে জানাচ্ছেন। লকডাউনের আগে গোরক্ষপুরে এক শিশুকন্যার নাম রাখা হয় 'করোনা' করোনা মোকাবিলায় গত ২২ শে মার্চ থেকেই দেশ জুড়ে জারি রয়েছে লকডাউন। ক্রমেই বেড়ে চলেছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে বাড়তেও পারে লকডাউনের সময়সীমা। এমতাবস্থায় এর আগে গত সপ্তাহের সোমবার উত্তরপ্রদেশে দেওরিয়ার খুখুন্দু গ্রামে জন্ম নেওয়া এক সদ্যজাতেরও নাম রাখা হয় লকডাউন। গত সোমবার উত্তরপ্রদেশে দেওরিয়ার খুখুন্দু গ্রামে জন্ম হয় শিশুটির। লকডাউনের আগে গোরক্ষপুরে জনতা কারফিউয়ের দিন জন্ম নেওয়া একটি সদ্যজাত শিশু কন্যার নাম রাখা হয় 'করোনা'।

লকডাউনে কালোবাজারি রুখতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

করোনা প্রকোপ ক্রমেই জাঁকিয়ে বসেছে দেশে। ইতিমধ্যেই দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১০০—র বেশি মানুষ। মারা গিয়েছে প্রায় ১৫০ জন। রোজই নতুন করে কয়েকশো আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছে। এরই মধ্যে লকডাউনের মেয়াদ বাড়া নিয়ে বাড়ছে অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে যাতে অত্যাবশ্যক সামগ্রী মজুত করে না রাখা হয় ও জিনিসের কালোবাজারি না হয় সেই দিকে নজর রাখতে রাজ্যগুলিকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে। পাকিস্তানে করোনায় আক্রান্ত হলেই স্থানান্তরিত করা হচ্ছে . এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্টের অধীনে দাম নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় কুমার ভাল্লা সব রাজ্যের মুখ্যসচিবদের চিঠি লিখেছেন ও তাদের এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট ১৯৫৫—এর ধারার অধীনে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। ভাল্লা জানিয়েছেন যে কেন্দ্র খাদ্য, ওষুধের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও পরিবহনের ওপর ছাড় দিয়েছে। এখনই অত্যাবশ্যক সামগ্রী আইনের ধারা মোতাবেক দাম নিয়ন্ত্রণ, স্টকের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, প্রোডাকশন বৃদ্ধি, ডিলারদের গুদাম পরীক্ষা করা যেতে পারে। আইন ভাঙলে কী সাজা? যারা আইন ভাঙবে তাদের সাত বছরের জেল, জরিমানা বা উভয় হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রসচিব। একই সঙ্গে শ্রমিকদের অভাবে উৎপাদন কমে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে কালোবাজারির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। এর ফলে দাম বাড়তে পারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর। কালোবাজারি রুখতে তাই আগেভাগে রাজ্যদের সতর্ক হতে বলেছে কেন্দ্র।

করোনা আতঙ্কের মধ্যেই কেঁপে উঠল বাংলার রাঢ়ু অঞ্চল রাস্তায় মানুষ

করোনা আতঙ্কের মধ্যেই নতুন বিপত্তি এসে হাজির। হঠাৎ পরপর দু'বার কেঁপে উঠল বাঁকুড়ার মাটি। বুধবার সকালে কম্পন অনুভূত হয় বাঁকুড়া শহরে। ভূমিকম্পের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের কারণেই কেঁপে ওঠে বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রথম কম্পের পর দ্বিতীয় কম্পন আফটার শকের কারণে। প্রথমবার কম্পন অনুভূত হয় ১১টা ১৯ মিনিট নাগাদ। এই কম্পন দু—সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল। কম্পনের মাত্রা ৫.৪। এই কম্পনের পাঁচ মিনিট পরে ফের কম্পন অনুভূত হয়। এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.১। এই কম্পনের মাত্রাও ছিল দু—সেকেন্ড। দুর্গাপুর থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমে ছিল এই কম্পনের এপিক সেন্টার। এর ফলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে আশেপাশের জেলাগুলিতেও। বাঁকুড়ার পাশাপাশি মৃদু কম্পন হয়েছে পুরুলিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি এলাকায়। প্রথমবার কম্পন অনুভূত হওয়ার পর আতঙ্কে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। আবহবিদরা জানিয়েছেন, এই ভূমিকম্প পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ১৫ কিলোমিটার গভীরে উত্তর অক্ষাংশের ২৩.৫ ডিগ্রি এবং দ্রাঘিমাংশে ৮৭.১ ডিগ্রি পূর্বে হয়েছিল। যার ফলে কলকাতা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়া জেলা শহরের মানুষ কম্পন অনুভব করে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে কোনও হতাহত বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

তাদের কাছে ঈশ্বর এখন এরাই.....

১০০০ দুঃস্থ পরিবারকে ত্রাণ দিলেন যুব সভাপতি পরেশ রাম দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আর লকডাউনের জোড়া ফলায় ক্যানিং ১ ব্লকের অসংখ্য দরিদ্র অসহায় মানুষন ভাবে অনাহারে অর্ধাহারে দীনযাপন করছেন। এমনই সংকটময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য দরিদ্র মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ক্যানিং ১ ব্লক যুবতৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পরেশ রাম দাস।সরকারী নিয়ম কে

যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই বুধবার সকালে রীতিমতো সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখেই এলাকার ১০০০ দরিদ্র পরিবারের হাতে ১০ কিলো চাল,৩ কিলো আলু,১ কেজি ডাল,২৫০ গ্রাম তেল,২০০ গ্রাম সোয়াবিন,১০ পিস ডিম,১ কেজি উচ্ছে,১ কেজি ঢেঁড়স,১কেজি কুমড়ো সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে দেন দরিদ্র অসহায় মানুষদের হাতে। সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পেয়ে খুশি সিরাজুল মন্ডল,আয়েষা বিবি,তপন সরদার,কল্পনা মন্ডলরা। পরেশ বাবু জানান ক্যানিং ১ ব্লকে এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে এমন ত্রাণ বিলি করা হবে। আগামী সপ্তাহে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দুধ, ছাতু, মিছরি, বিস্কুট সহ অন্যান্য শুকনো খাবার শিশুদের জন্য পৌঁছে দেওয়া হবে। সাধারণ মানু যাতে করে ক্ষধার্ত না থাকে সেই লক্ষ্যে এমন কর্মসূচি। এদিন এই ত্রাণ বিতরণ শিবিরে বিশিষ্টের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতলা ১ পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই, মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার, সমাজসেবী সৌরভ মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

৩০ হাজার মানুষকে খাওয়াচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের ফলে রুটি রুজি বন্ধ বহু মানুষের। এই সমস্ত খেটে খাওয়া দিনমজুর ও ফুটপাথবাসীদের এবার রান্না করা খাবার বিতরণের কাজ শুরু করেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ । কলকাতার বালিগঞ্জে সংঘের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিদিন প্রায় ১২ হাজার মানুষের জন্য ভাত, ডাল, তরকারি, খিচুড়ি ছোট ছোট গাড়িতে করে সন্ন্যাসী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা পৌঁছে দিচ্ছেন কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বস্তিবাসী ও ফুটপাতবাসীদের মধ্যে। সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ নিজে রান্নার কাজ পরিচালনা করছেন।

বালিগঞ্জ কসবা ছাড়াও বাইপাসের ধারে পঞ্চান্ন গ্রাম, চিনা মন্দির, পোড়া বস্তি সহ বিভিন্ন এলাকায় ১২ হাজার মানুষকে প্রতিদিন রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী সত্যমিত্রানন্দ মহারাজ বলেন, কলকাতায় ১২ হাজার লোককে খাবার দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় ভারত সেবাশ্রমের বিভিন্ন শাখাগুলি থেকেও কোথাও রান্না করা খাবার আবার কোথাও শুকনো খাবার বিতরণ এর কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দিল্লী, বোম্বে, হায়দ্রাবাদ সহ বড় শহরগুলিতে এবং অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করে জম্মু–কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকায় তারা রান্না করা খাবার বিতরণ শুরু করেছে ।

সারা দেশ জুড়ে তিরিশ হাজার মানুষকে প্রতিদিন রান্না করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। বালিগঞ্জের কার্যালয় থোকে প্রায় সাত হাজার মানুষের খাবার সারা কলকাতায় পাড়ি দিচ্ছে। কার্যালয়ে সন্ন্যাসীরাও রান্না করার কাজে হাত লাগিয়েছেন। সকলের কাছেই আবেদন সবরকম ভাবেই সাহায্যের জন্য। কালীঘাট চেতলায় হিন্দ্ সংঘ তাদের সদস্যদের নিয়ে রাস্তায় নেমেছে এই আহ্বানে। সঙ্গে ছিল বিবেকানন্দ সেন্টার ফর সোস্যাল সার্ভিস।

ত্রাণ নিয়ে এগিয়ে এল মসজিদ কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা নিয়ে জর্জরিত সমগ্র দেশ তথা রাজ্য। জর্জরিত প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া ব্লক বাসন্তী ও।প্রতিরোধ করতে এবং করোনা মুক্ত দেশ গড়ে তুলতে সমগ্র দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন।

আর এই লকডাউন চলায় বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছেন ধনী—দরিদ্র সহ সকলশ্রেণীর মানুষজন।

বন্ধ যানবাহন থেকে শুরু করে বাজারহাট দৈনন্দিন কাজকর্মও।

দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধ থাকায় আয়ের পথও বন্ধ হওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন দিন আনা খেটে খাওয়া দরিদ্র পরিবার গুলি।অসহায় ভাবে অর্ধাহারে কখনও বা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে বাসন্তী ব্লকের বেশকিছু আদিবাসী অধুষ্যিত এলাকার দরিদ্র পরিবার। এমন সংকটময় মুহূর্তে বাসন্তী ব্লকের পূর্ব বয়ারসিং জামে মসজিদ কমিটি। ১১০ টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে পর্যাপ্ত পরিমান চাল, ডাল, আলু,

তেল, সাবান এবং মাস্ক তুলে দেয়।

মসজিদ কমিটির সদস্য তথা সমাজসেবী খুরশিদ আলম খান ও শাহানাজ খান বলেন করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে এমন পক্রিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য লাগাতার চলবে। এছাড়াও প্রতিদিন মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে রীতিমতো রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এলাকার রাস্তায় ফুটপাথে পড়ে থাকা ভবঘুরেদের কাছে।এই পক্রিয়াও অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে।

মসজিদ কমিটির লোকজন এলাকায় এমন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার সময় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নুরুল হুদা, সালাউদ্দিন সেখ, হেদায়তুল্লা খান। চুনাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক সুব্রত কুমার পাত্র, নির্মাণ সহায়ক কৌশিক দাস,পঞ্চায়েত কর্মী দেবাশীষ বৈরাগী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী স্নেহাশীষ বৈরাগী সহ অন্যান্যরা।

গৃহবন্দি দরিদ্র মানুষদের ত্রাণ সমাজসেবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাসন্তী ও ক্যানিং ব্লকে করোনায় এবং লকডাউনের জেরে জর্জরিত অসহায় দরিদ্র মানুষজন। একক উদ্যোগে চাল, আলু, ডাল এবং সাবান দরিদ্রদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছেন সমাজসেবী কার্তিক বোস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনা প্রতিহত করার জন্য ইতিমধ্যে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর সেই নৈতিক আর্দশকে সামনে রেখে সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবী কার্ত্তিক বোস অসহায় দুঃস্থদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। গত ২৪ মার্চ থেকে তিনি বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া,বাগদিপাড়া,চড়াবিদ্যা সহ ক্যানিংয়ের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিদিনই দুঃস্থ অসহায় পরিবার খুঁজে বের করে ধারাবাহিক ভাবে ত্রাণ বিলি করছেন।

কার্তিক বাবু জানান কথায় ইতি মধ্যে প্রায় ১০ কুইন্ট্যাল চাল,৫ কুইন্টাল আলু, ৩ কুইন্টাল ডাল এবং প্রায় ৫ হাজার সাবান বিতরণ করেছেন তিনি।

চিকিৎসক নার্সরাদের সুরক্ষার জন্য পিপিই পোশাক দিলেন সমাজসেবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মন্দির–মসজিদ কিংবা গীর্জায় ভগবান কে পাওয়া যায় না। সাক্ষাৎ ভগবান কে পাওয়া যায় একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রে। আর এমন বাস্তব ঘটনা টি সমগ্র বিশ্ববাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মারণ ভাইরাস করোনা। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জীবন বাজী রেখে চিকিৎসক, নার্স, আয়া সহ অন্যান্যরা দিনরাত ২৪ ঘন্টা কাজ করে চলেছেন।আর এই ভাইরাস কে প্রতিহত করার লড়াই চালাতে গিয়ে চিকিৎসক নার্সরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। যাঁরাই সাধারণ মানুষজনদের কে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলছেন তাঁরাও বর্তমানে সুরক্ষা নিয়ে আতঙ্কিত এবং মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছেন। ইতিমধ্যে ইতালি,ফ্রান্স এর মতো উন্নতশীল দেশে বহু চিকিৎসক আজ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বাসন্তী ব্লকের কুলতলি

মিলন তীর্থ সোসাইটির কর্নধার লোকমান মোল্ল্যা পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক ও পিপিই পোশাক তুলেদেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের হাতে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে উপস্থিত ছিলেন মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, এদিন অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জয়দেব মন্ডল,সুন্দরবনের কবি ফারুক আহমেদ সরদার, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অর্ঘ্য চৌধুরী,সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমর রায়,সহকারী সুপার বসুমিতা আঢ্য।

লোকমান বাবু বলেন যখন কোন দেশ বা রাষ্ট্রে মহামারী আক্রমণের কবলে পড়ে সেই সংকটময় মুহূর্তে সরকারের পাশাপাশি সমস্ত স্তরের জনগণ কে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। না হলে মহামারী প্রতিহত করা একে বারেই সম্ভব নয়।সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রথম সারিতে লড়াই করা লড়াকু চিকিৎসক মহলের পাশে দাঁড়িয়ে সামান্যতম সহযোগিতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

লকডাউনে মানব ও পশু সেবায় নানা সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : লক ডাউনের জেরে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষজনেরা সব চেয়ে সমস্যায় পড়েছেন। সেই সঙ্গে সারমেয়–বিড়ালরা খাদ্য পাচ্ছে না। এই সংকটের সময় বেশ কিছু মানব ও পশুপ্রেমী সংগঠন পথে নেমেছেন। খাদ্য–পানীয় পৌঁছে দিচ্ছেন তারা। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী তাঁর লোকসভা এলাকার দুঃস্থ ৫০ হাজার

মানুষকে ইতিমধ্যেই ত্রান দিয়েছেন। আগামী ১২ এপ্রিল থেকে তিনি ৪০ হাজার মানুষকে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেবেন। সেই কর্মসূচির নাম কল্পতরু। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব তার বিধানসভা এলাকার প্রতিটি বুথে ২০ জনকে ত্রান দিয়েছেন। বজবজ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখ ও তাঁর স্বামী রমজান আলী সেখ ত্রান দিচ্ছেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৩ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। বজবজ–২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীও সাধ্যমতো ত্রান দিচ্ছেন। মেডিকেয়ার নার্সিং হোমের কর্ণধার ডাঃ মশিহুর রহমান প্রতিদিন ৫টি থানা এলাকায় ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও রাস্তার কুকুরদের রান্না করা খাবার ও পানীয় জল দিচ্ছেন। বাখরা হাট 'লায়ন্স ক্লাব'ও ত্রাণ দিতে পথে নেমেছে। রায়পুর স্বদেশী মেলা কমিটি ২৫০ জন দুঃস্থ মানুষকে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা অটো অপারেটার্স ইউনিয়নও অটো চালকদের ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি রাস্তার সারমেয়দের খাদ্য দিচ্ছে।

মানুষের অবাধ বিচরণ

প্রথম পাতার পর

পাড়ার মধ্যে চুটিয়ে চলছে তাস খেলা, রাত পর্যন্ত আড্ডামারা। দিল্লির নিজামউদ্দিন ফেরৎ বেশ কয়েকজন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। তার মধ্যে মহেশতলা উস্থি, মগরাহাট এলাকা থেকে কয়েকজনকে কোয়ারিন্টিনে পাঠানো হয়েছে। সিআইডি এখন খোঁজ করছে বেশ কয়েকজনের।

মহেশতলা পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের জালখুরার কাছে কাজী পাড়ার সেখ আফতাব (৩৪) নামে এক যুবক কয়েকদিন আগে এনআরএস হাসপাতালে মারা যান। তার রক্তের নমুনায় করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তার বাড়ির ৮ জন সদস্যকে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে আইসোলেশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। ১৮ জন প্রতিবেশিকে মহেশতলায় মাতৃসদনে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসন পরিষ্কার করে কিছু জানাচ্ছে না। জেলা শাসক ডঃ পি উলগানাথনকে বার বার ফোন করা সত্ত্বেও তিনি ফোন ধরছেন না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সর্বশেষ পরিস্থিতি কী তা জানা সম্ভব হচ্ছে না। তবে জেলার স্বাস্থ্য ও করোনা সচেতন অনেক মানুষ আমাদের জানাচ্ছেন লকডাউন সফল করতে প্রশাসনকে আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে যাবে।

অন্যভাবে পালিত পূণ্য শুক্রবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূণ্য শুক্রবার বা গুড ফ্রাইডে এক পবিত্র দিন, কারণ এই দিনে জগতের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুখৃষ্ট সমগ্র মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য জীবন উসর্গ করেছিলেন। এই দিনটি তাই ত্যাগের মহিমা বহন করে আনে। তাই এই দিনের প্রকৃত তাপর্য অনুযায়ী সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলকাতা প্রাক্তনী তাদের সভাপতি ও কলজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ফাদার ডমিনিক স্যাভিও এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলকাতার সর্বাধ্যক্ষ রেভারেন্ড ফাদার জয়রাজ ভেলুস্বামী ও অন্যান্য ফাদারের নেতৃত্বে বর্তমান লকডাউনের মধ্যে এই দিনটি বিশেষভাবে পালন করে। এই উপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গণে এইদিন স্থানীয় দুঃস্থ অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলকাতা অবশ্য এর আগেই মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ করোনা ত্রাণ তহবিলে ৪০ লক্ষ টাকা দান করেছে। এদিনের খাদ্য বিতরণের কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায়।

ফাদার ডমিনিক স্যাভিও বলেন, আজকের পবিত্র দিনে সবার সঙ্গে দৈনিক আহার ভাগ করে নেবার তাপর্যই আলাদা। সেন্ট জেভিয়ার্সে সকলের সংকল্প হচ্ছে অপরের জন্য কিছু করা; আর তার জন্যেই এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সমস্ত রকম নিরাপত্তা বিধি মেনেই আজকের এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে এবারে লক ডাউন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সেন্ট জেভিয়ার্স এর গীর্জায় পূণ্য শুক্রবারের উপাষণায় পুরোহিতরাই কেবল উপস্থিত থাকবেন। ভক্তদের বাড়ির থেকেই প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

শকুন্তলা পার্ক ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের সদস্য –সমর্থকদের ও আবেগের নাম ইস্টবেঙ্গল গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার ১০ এপ্রিল শকুন্তলা পার্ক মোড়ে অসহায় দরিদ্র ১৫০ জন মানুষকে কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার জয়ন্ত সেন, বর্তমান ফুটবলার অভিষেক দাস, ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান মহিলা ফুটবল দলের সহ– প্রশিক্ষিকা প্রতিমা বিশ্বাস, ১২৮ নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা শ্রীমতী রত্না রায় মজুমদার, প্রাক্তন পৌরমাতা দোলা সরকার, পর্ণশ্রী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মনোজ কুমার ঝা, ডায়মন্ড হারবার রোড় ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিত সাঁতরা মহাশয় ও ক্লাবের কর্মকর্তা তারক দাস, প্রশান্ত দত্ত, মলয় মুখার্জি ,সৌমেন সরকার, সুজন দে ও সুবীর সেন।

দিন যাপন গাছে, মাঠে, নৌকায়

প্রথম পাতার পর

পেটের টানে জীবিকার সন্ধানে উত্তর পরগনা জেলার বরানগরে কাজে গিয়েছিলেন। করোনার ভয়বহতার জন্য দিনদুই আগেই কোন রকমে গ্রামে ফিরেছেন। তবে বাড়িতে নয় ।বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে প্রকাশ্য খোলা আকাশের নীচে নির্জন এক ধানক্ষেতে খাটিয়া পেতে একাকী আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে ১৪ দিন যাবৎ থাকবেন। প্রয়োজনে ২১ দিনও থাকতে পারেন। ছেলে গ্রামে ফিরেছে অথচ মাঠের মধ্যে খোলা আকাশে দিন কাটাচ্ছে। জানতে পেরেই দুরত্ব বজায় রেখেই দুবেলা দুমুঠো খাবার পৌঁছে দিচ্ছে পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে নদীবক্ষে থাকা বৃদ্ধ অত্যন্ত সচেতনতার জন্য কোথাও রেব হতে পারছেন না। তার পর লকডাউন চলায় নদীর দিকেও কেউ পা বাড়াচ্ছেন না। এলাকার দোকানপাট সব বন্ধ। নৌকায় মজুত খাবার প্রায় শেষ। তবুও জীবন বাজি রেখে সচেতনতার পথ থেকে এক পাও সরে আসেননি বৃদ্ধ রমেশ।

বৃদ্ধ মৎস্যজীবী ও দীনমজুর যুবকের এমন সচেতনতাকে কুর্নিশ করতে তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ পৌঁছে দিয়ে সর্বক্ষণ পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বাসন্তীর শিবগঞ্জের চম্পা মহিলা সোসাইটির কর্ণধার তথা বিশিষ্ট শিক্ষক সমাজসেবী অমল নায়েক। তিনি বলেন এমন সচেতনতার নজীর সুন্দরবনের ইতিহাসে বিরল।কোন প্রশংসাই বৃদ্ধ রমেশ চন্দ্র মন্ডল ও যুবক তাপস শিকদারের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

স্থানীয় যুবক প্রশান্ত সরকার বলেন বৃদ্ধ রমেশ চন্দ্র মন্ডল কিংবা যুবক তাপস শিকদার ইচ্ছা করলেই সকলের অগোচরে অনেক আগেই নিজের বাড়ীতে গিয়ে ঠাঁই নিয়ে থাকতে পারতেন।নির্ভিক অত্যন্ত সচেতন এবং বিবেকবান মানুষ। আর সেই জন্যই প্রশাসনের নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন একাকীত্ব ভাবেই।দুজনের এমন সচেতনতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বুকে বিরল নজিবিহীন দৃষ্টান্ত।

করোনা দুর্বিপাকে দিনমজুরী

প্রথম পাতার পর

গোটা বিশ্বে এই করোনা ভাইরাস এর প্রকোপ মহামারীর আকার নিয়েছে, এক ভয়াবহ সংকট কোন মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে গোটা বিশ্বের সাথে এই দেশ। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে বেশিরভাগ অংশের মানুষ তাদের সাধ্যমতো খাদ্যদ্রব্য নিজ নিজ ঘরে মজুত করতে সক্ষম হলেও, তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পৌরসভার চূড়ান্ত ব্যর্থতায় এই পাম্প অপারেটররা প্রয়োজন মতো খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারেননি। এক ভয়াবহ সংকটের মধ্যে দিন কাটছে তাদের। অন্যান্য সময়ের মতো এই সংকটকালেও নিয়মিত ভাবে মানুষের জরুরী পরিষেবা পানীয় জল সরবরাহ, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। তারপরেও কোচবিহার পৌরসভার অপদার্থতায় তাদের পরিবার অভুক্ত। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মার্চ মাসের ১২তারিখ বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে কোচবিহার পৌরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও পৌর প্রধানকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয় এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বলে এদিন জানান সংগঠনের সম্পাদক গণেশ নন্দী। এরপর পৌরপ্রধান এই বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পালন করছেন না বলে অভিযোগ তাঁর। নিজেদের কর্তব্যে অবিচল থেকে দীর্ঘদিন ধরে এই পরিষেবা চালিয়ে যাবার পরও তাদের বকেয়া না মেটানোর ফলে পরিবার নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় থেকে এই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া আর কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না তাদের পক্ষে। তাই দ্রুততার সাথে তাদের বকেয়া মিটিয়ে না দিলে তারা পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে আন্দোলনে সামিল হবেন বলে এদিন জানান তিনি।

করোনা কণ্টকিত কাস্টডি থেকে

পার্থসারথি গুহ

করোনা কাঁটায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উৎসব অলিম্পিক্স ২০২০ পিছিয়ে গেল এক বছরের জন্য। জাপানের রাজধানী টোকিওতে কদিনের মধ্যে বসতে চলেছিল এই মেগা ইভেন্ট। অলিম্পিক্স মানেই সকালের খবরের কাগজের একটা চার্ট মনে পড়ে যাচ্ছে। দেখা যেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, কোরিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মধ্যে প্রথম কয়েকটি জায়গা দখল ঘিরে লড়াই চলছে। সেই লড়াইটা এখনও আছে। তবে এই উত্থান পতন মৃত্যুমিছিল বা আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে। এখনও পর্যন্ত ইতালি রয়েছে শীর্ষে। তবে তার ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে স্পেন। যদিও এক্ষেত্রে আবার কালো ঘোড়ার মতো দ্রুত এগিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অবাক করার বিষয় হল করোনার আঁতুরঘর (যে জন্য চৈনিক ভাইরাস বলা হচ্ছে করোনাকে) চিন নাকি প্রায় বিপদমুক্ত। এত তাড়াতাড়ি কি করে চিনারা এই ভয়াল ভাইরাসের গ্রাস থেকে বেরিয়ে এল তা ভাবাচ্ছে গোটা বিশ্বকে। তাহলে চিনা ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ উঠছিল সেটাই কি বাস্তব? মার্কিন-চিন বাণিজ্য দ্বৈরথ বহুদিন ধরেই চলছিল। কিন্তু তার জেরে চিন দুনিয়ার দখলদারি হাতে নিতে এমন ধ্বংসাতক পথে হাঁটল? এই অভিযোগ যে ঠুনকো নয় তার স্বপক্ষে নানা যুক্তির জালও প্রতিনিয়ত বুনন হচ্ছে। এমতাবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত চিনকে দেগে দিচ্ছেন। এবং চিনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পাশাপাশি ষড়যন্ত্রের অন্যতম কাণ্ডারী হিসাবে দায়ী করছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু কে। যেখানে অভিযোগের তীর খোদ রেফারির দিকে সেখানে তো সন্দেহ আরও ডালপালা মেলছে। যদিও চিন সম্পর্কে এখনও কিছু বললেই রে রে করে উঠছেন বঙ্গজ কমিউনিস্টরা। তাঁদের প্রতি সবিনয়ে একটাই প্রশ্ন, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান বলে যখন এত গর্ব করতেন, তাহলে এখন কেন বলছেন না চৈনিক ভাইরাস আমাদের ভাইরাস?

করোনা খায় না মাথায় মাখে? কদিন আগেও এই প্রলয়ঙ্কর ভাইরাস নিয়ে এমন ধারার চিন্তাই

ছিল আমাদের মনে। আসলে এই রোগ যখন চিনে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে তখন আমরা হ্যাপি নিউ ইয়ারের মোচ্ছবেই আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি। মনে মনে ভাবছি ২০২০ সংখ্যাটা যেমন স্মার্ট তেমনই ঝকঝকে একটা বছর পাব আমরা। কিন্তু সেই কেতাদুরস্ত বছরটা যখন তার প্রথম ত্রৈমাসিক শেষের পথে হাঁটল তখন দেখি আমরাও করোনায় কাহিল হয়ে পড়েছি। তার আগে অবশ্য চিন ঘুরে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেনে বড় আকারের থাবা বসিয়েছে কোভিড ১৯। হ্যাঁ, ২০২০ তে বসেও ১৯ এর এই ক্ষত ততক্ষণে সেঁটে গিয়েছে গোটা দুনিয়ায়। এর মধ্যে আবার করোনা বাইপাস করে ঢুকে পড়েছে ধনতন্ত্রের ধারক বাহক বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

এখন আমরা লকডাউন পর্বের মধ্যে গুজরান করছি। একটাই আশা যদি আমাদের প্রবল গ্রীষ্ম করোনার নরমেধ যজ্ঞ থামিয়ে দেয়। যদিও গরমের সঙ্গে করোনা ভাইরাস দ্রুত খাপ খাইয়ে নেয় এমন তত্ত্বও উঠে আসছে। আসলে ভাইরাসটা এতটাই নতুন যে এখনও এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় নি। তবে আরও একটা আশার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। তা হল এই ভাইরাসের প্রতিষেধক বের করার শেষপর্যায় বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীরা। ভারতীয়রাও তাতে হাত লাগিয়েছে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ ভারতের কাছে আপাত পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ম্যালেরিয়ার চেনা ওষুধ ক্লোরোকুইন চেয়ে বসে আছে। অনুরোধ—হুমকি অনেক কিছুই আসছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে। ভারত অবশ্য বিপন্ন মানবজাতির স্বার্থে সেই ওষুধ পাঠানো শুরু করেছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট যে জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে হনুমানজির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যি মোদীজি যে লড়াই সামনে থেকে দিচ্ছেন তা নায়কোচিত বটেই। সাধ্যমতো লড়ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও।

এই লেখা যখন পাঠকের কাছে যাবে তখন হয়তো ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭ হাজারের কাছে। দুনিয়া জুড়ে মৃত্যুমিছিলে বলি লক্ষাধিক। তাও আশার বাণীতে বলিয়ান হয়ে বলাই চলে করোনাত্তর যুগ যেন আফটার ডেথ (এডি) পর্বের সূচনা করবে। করোনাপূর্ব জমানা হয়ে থাকবে বিফোর ক্রাইস্ট (বিসি) । আর এই তালগোল পাকানো বিবর্তিত দুনিয়ার চালিকাশক্তি হয়তো হয়ে উঠবে প্রিয় ভারতভূমি।

সচেতন করতে গান গাইলেন ক্যানিং দমকল কর্মীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং

বিশ্বে সর্বত্র মহামারী করোনা কে নিয়ে চলছে ত্রাহিত্রাহি রব। সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য গত ২২ মার্চ থেকে দেশ তথা রাজ্যে শুরু হয়েছে লকডাউন। আর এই লকডাউনের জেরে

বেশ কিছু মানুষজন উপেক্ষা করে বাইরে বেরিয়ে আসছেন নানান অছিলায়। ফলে এই মারণ ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যেতে সময় ও লাগবেনা। বর্তমানে সংক্রমণ ও মৃত্যু হার দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে।এমন পরিস্থিতি থেকে সাধারণ মানুষজনদের ঘরে থাকতে অনুরোধ জানিয়ে রাজপথে গান গাইছেন কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশও। রবিবার সেই জায়গায় নতুন সংযোজন হল দমকল।ববিবার দুপুরে পুলিশের স্টাইলে এবার গান গাইলেন দলকল কর্মীরাও। স্যানিটাজেশানের কাজ করতে এসে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে গান করলেন ক্যানিং মহকুমা দমকল দফতরের কর্মীরা।গাইলেন নিজেদের লেখা গান আমরা করি কাজ দিনরাত,বিপর্যয়েও মোরা সঙ্গে আছি ,বিপদেও তোমাদের বাঁচার সাথি। হঠাৎ এল মারণ করোন,দমকলও যে হার মানেনা ।লকডাউন টাইমে ডিউটি করি, স্যানিটাজেশানের কাজে নেমে পড়ি,বাড়িতে ফেলে মা স্ত্রী পরিজন,তোমরা কি বুঝবে না আমাদের মন? দরদী কণ্ঠে এমন দরদী গানে আনন্দ পেলেন চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স,আয়া,রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনেরা।

করোনার প্রকোপ শুরু হতেই দৈনন্দিন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি নানা সামাজিক কাজে সামিল হয়েছে পুলিশ। লকডাউন নিশ্চিত করা থেকে করোনা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে সব রাজ্যেই নিত্য নতুন ভাবে উদ্যোগী হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন।পুলিশের পাশাপাশি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্য, দেশ সহ সমগ্র বিশ্বে সর্ব প্রথম এমন কাজে এগিয়ে এলেন ক্যানিংয়ের দমকল বিভাগের কর্মীরা। নিজেরাই গান লিখে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে গাইলেন। এই শঙ্কিত প্রহরে পুলিশের পাশাপাশি ক্যানিং দমকল কর্মীদের সঙ্গে যেন নতুন করে পরিচয় হল এই ক্যানিং শহর। কেটে যাক দুঃসময়। উদয় হোক নব শান্তির সুর্যোদয়।

করোনার গ্রাসে পড়লেন সারা রাজ্যের লোকশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকশিল্পীদের অনেকেই এখন অনাহারে দিন কাটাতে শুরু করেছেন। বীরভূমের নানুর থানার পাকুরহাসের পটশিল্পীরা অনাহার থেক বাচতে হাজির হয়েছিলেন বিডিওর কাছে। কিন্তু বিডিও জানান তাদের জন্য আলাদা করে কোনও কিছু করা সম্ভব নয়। পটুয়া বাপী চিত্রকর বলেন, 'আমাদের ঘরে তো খাবার নেই। দু কেজি করে চাল পেয়েছি, তাতে আমাদের একমাস চলবে কি করে। এখানে বসবাসকারী ৫০টি পরিবারের রোজগার হল, গ্রামে গ্রামে পট দেখানো। দিনমজুরী

প্রভৃতি। এখন সব বন্ধ। অথচ এই গ্রামের ঐতিহ্য অনেক। এখানে ব্রতচারী প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত, সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ, প্রাক্তন আমলা অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মানুষ গিয়েছেন। এই গ্রামের পটুয়াদের উন্নয়নে সম্প্রতি গুরুসদয় সংগ্রহ শালা পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর কল্যাণ এবং বিত্ত নিগমের সহযোগিতায় কিছু প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেই প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ল। এখন গ্রামের প্রবীণ পট শিল্পী শ্যামসুন্দর চিত্রকররা বলছেন, 'এই ভাবে চললে তো আমরা না খেতে পেয়ে মরে যাব, আমরা তো আদিবাসী মানুষ। আমাদের জন্য সরকার কিছু করবে না?' বাস্তবিক, এই পটুয়ারা খুব অসহায় অবস্থায় আছে। এরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক শিল্পী ভাতাও পান না সেক্ষেত্রে এদের জন্য সরকারের প্রকৃত ভাবে ভাবতেই হবে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন নিশ্চয় আলাদা করে গুরুত্ব দেবেন।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাঁকু।া, শ্যামল সামন্ত ও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, ছাতনা থানা, প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একান্ত সহানুভুতিশীল যোগাযোগে – মাননীয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ছাতনা, শ্রীমতি শাশ্বতী দাস এর আন্তরিক উদ্যোগে – ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহদেব বাউরি র বিশেষ তপরতায়– শুশুনিয়া পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে, বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে অসুবিধার মধ্যে থাকা ভরতপুরের পটচিত্র শিল্পী পরিবার গুলির হাতে চাল, ডাল এবং আলু খাদ্য রসদ প্রদান করা হয়।উপস্থিত ছিলেন, উপপ্রধান মহাশয় হেমন্ত রায়, সদস্য সুনীল তন্তুবায়।বিশেষ সহযোগিতা করেন সংহিতা মিত্র।

বিএসএফ –এর পক্ষ থেকে বারাসাত স্টেশন সংলগ্ন যায়গায় দুস্থদের ত্রাণ বিতরণ।

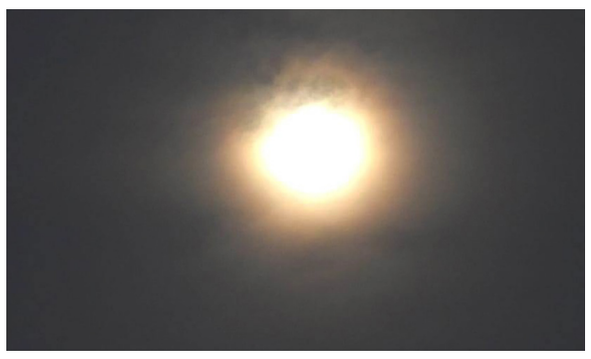

৭ই এপ্রিল, পূর্ণিমার রাতে গোলাপী চাঁদের সাক্ষী ছিল কোরেন্টাইন কলকাতা। ছবি– অরুন লোধ।

পাঠকের কলমে

বিশ্ব আজ করোনা নামক এক যুদ্ধের সম্মুখীন।এই যুদ্ধে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখছে সারা বিশ্ব। ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্য কর্মীরা একাধারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেমন সেবা করছে তেমনি চলছে এর প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারের নিরন্তর প্রচেষ্টা। আমেরিকা-ইটালি-স্পেন ফ্রান্স যখন এই যুদ্ধে প্রায় পরাজিত, কোনোভাবেই মোকাবিলা করতে পারছে না এই করোনা-ভাইরাস কে,তখন ভারতের মামুলি ওষুধ হাইড্রোক্সি-ক্লোরোকুইন-যা কিনা ম্যালেরিয়ার মত এক প্রাচীন অসুখে ব্যবহৃত হয় তা নাকি করোনা ভাইরাস কে কিছুটা প্রতিহত করতে পারছে। অ্যাজিথ্রোমাইসিন ও হাইড্রোক্সি-ক্লোরোকুইন এর যৌথ কার্যকারিতায় কোভিড-19 কে কিছুটা হলেও পরাস্ত করা যাচ্ছে। সারা মিলছে রোগমুক্তির। আমেরিকার মত প্রভূত বিত্তশালী ও প্রভাবশালী দেশ ও আজ ভারতের দ্বারস্থ। রোলান্ড ট্রাম্প তার দেশের মৃত্যু মিছিল কে থামাতে আজ ভারতের সাহায্য প্রার্থী। ভারত ও কিছু সামগ্রিক শর্তে এই ওষুধ রপ্তানি করতে সম্মত হয়েছে। এই হাইড্রোক্সি-ক্লোরোকুইন তৈরী হয় এক বাঙালি প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল -কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এক প্রসিদ্ধ বাঙালি বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। আমার বেড়ে ওঠা এক মফস্বল এলাকায়। সেখানে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নামাঙ্কিত একটি জনপদ প্রফুল্ল নগরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি। সেই সুবাদে তার জন্মতিথিতে আয়োজিত বিজ্ঞান সভা, বিজ্ঞান মেলায় আমরা অংশ নিতাম। কাজেই প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন আমাদের অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ওষুধ আজ বিশ্ব -বাজারে সমাদৃত। করোনা যুদ্ধে ঢালসম। বিজ্ঞান মুখী গবেষক বাঙালিরা আজ বিশ্ব ব্যাপী সমাদৃত। সত্যিই আমি গর্বিত আজ বাঙালি হিসাবে।

শর্মীষ্ঠা সাহা, কলকাতা

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের বাইরে থাকা মানুষদের খাদ্যশস্য

বিশেষ সংবাদদাতা : কেন্দ্র, ফুড কর্পোরেশ অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই)-কে নির্দেশ দিয়েছে, যেসব নাগরিক জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (এনএফএসএ) – এর বাইরে রয়েছেন, তাঁদের জন্য রাজ্যগুলির জারী করা রেশন কার্ডের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫ কেজি করে প্রতিমাসে খাদ্যশস্য দিতে হবে। এই ব্যবস্থা ৩ মাস চলবে। এক্ষেত্রে ২১ টাকা কেজি দরে গম এবং ২২ টাকা কেজি দরে চাল, গোটা দেশে দেওয়া হবে। অসরকারী সংগঠন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি যারা ত্রাণের কাজ করছে, সরকার, তাদেরকেও ২১ টাকা কেজি দরে গম এবং ২২ টাকা কেজি দরে চাল দেবার জন্য এফসিআইকে বলেছে। এরফলে কোভিড – ১৯ মহামারীর কারণে সমাজে সকলের কাছে খাদ্যশস্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশজুড়ে খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখার জন্য এফসিআই, অভূতপূর্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে ৮১ কোটি মানুষ যেন খাদ্যশস্য পান, সেই লক্ষ্যে লকডাউনের পরে ২৫ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য পাঠানো হয়েছে। ৯ই এপ্রিল এফসিআই, ৭৭টি রেকের মাধ্যমে ২ লক্ষ ১৬ হাজার মেট্রিকটন খাদ্যশস্য সরবরাহ করে, নতুন নজীর তৈরি করেছে। ৮১ কোটি মানুষ আগামী ৩ মাস পিএম গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা (পিএমজিকেএওয়াই) – এর আওতায়, ৫ কেজি করে খাদ্যশস্য পাবেন। এর জন্য ১ কোটি ২১ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে। এপ্রিল মাসের মধ্যে এই যোজনার আওতায় পশ্চিমবঙ্গ যেন ৬ লক্ষ মেট্রিকটন সেদ্ধ চাল পায় সেই জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং ওড়িশা থেকে জাতীয় খাদ্য ভান্ডারে বিপুল পরিমাণ সেদ্ধ চাল পাঠানো হয়েছে। তবে, এই চাল যেন যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রাখা যায়, সেই কারণে কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে, তাদের গুদামগুলি থেকে গম সরিয়ে চাল রাখার জায়গা করতে। লকডাউনের পরে মজুতের পরিমাণ বজায় রাখতে এফসিআই, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, ছত্তিশগড় ইত্যাদি রাজ্যগুলি থেকে চাল সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে শীতকালীন গম সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে। তবে, সামাজিক ব্যবধান বজায় রেখে এই কাজ করা হচ্ছে। ররিশস্যের মরশুমে ৪০ লক্ষ মেট্রিকটন গম এবং ৯ লক্ষ মেট্রিকটন চাল সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এরফলে জাতীয় খাদ্যভান্ডারে কোনো সংকট দেখা দেবে না এবং দেশের খাদ্যনিরাপত্তা বজায় থাকবে।

পণ্য সরবরাহে বিশেষ নজরদারি

বিশেষ সংবাদদাতা : দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সরবরাহে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে দেশে মেডিকেল অক্সিজেন যাতে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্বিঘ্নে সরবরাহ করা যায়, তার ওপর বিশেষ নজরদারি চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী অজয় কুমার ভাল্লা রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবের চিঠি লিখেছেন। করোনাভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় যাতে চাহিদা মতো মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহ করা যায়, তাও দেখতে বলা হয়েছে। এই মেডিকেল অক্সিজেন জাতীয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকার আওতায় আনা হয়েছে। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিটি দপ্তরকে লকডাউনের নীতি নির্দেশিকা সঠিকভাবে মেনে চলতে বলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তবে চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন এবং সেই সরঞ্জামের জন্য কাঁচা মাল সরবরাহ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ও ঔষধ সরবরাহের বিষয়গুলিকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে ।এমনকি এই ধরনের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি ঠিক মতো মেনে চলা হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলা শাসকদের সচেতনতা মূলক প্রচারের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে।

পণ্য পরিবহন

বিশেষ সংবাদদাতা : জীবনদায়ী উড়ান পণ্যবাহী বিমানের সাহায্যে গত মঙ্গলবার (৭এপ্রিল)সারা দেশে ৩৯ টনেরও বেশি চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে ।লকডাউনের সময় এই নিয়ে পণ্যবাহী বিমানে ২৪০ টন পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এদিন পর্যন্ত এই কাজে ১৬১ পণ্যবাহী বিমান যুক্ত ছিল। এর মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া ও অন্যান্য বিমান পরিবহন সংস্থার ৯৯টি এবং ভারতীয় বায়ুসেনার ৫৪টি বিমান ছিল।এয়ার ইন্ডিয়া গতকাল আন্তর্জাতিক রুটে ৬ .১৪ টন চিকিৎসা সরঞ্জাম হংকং থেকে নিয়ে এসেছে এবং ৮.৮৫ টন চিকিৎসা সরঞ্জাম কলম্বোতে পাঠিয়েছে।

গতকাল এই চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের কাজে যুক্ত ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার ৪টি ও অন্যান্য বিমান পরিবহন সংস্থার ২টি এবং ভারতীয় বায়ুসেনার ৩ টি বিমান। এর পাশাপাশি স্পাইস জেট এবং ইন্ডিগো বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও পণ্য সরবরাহের কাজ করছে।

কোথায় তৈরি হচ্ছে কোভিড হাসপাতাল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জগন্নাথ গুপ্ত মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, বজবজ, বেড সংখ্যা ৩০০। হিউম্যানিটি হসপিটাল, ঠাকুরপুকুর, হাঁসপুকুর, বেড সংখ্যা ৫০। ভারত সেবাশ্রম সংঘ হসপিটাল, পৈলান, বেড সংখ্যা ১০০। ইস্পাত কো-অপারেটিভ হসপিটাল, সোনারপুর, বেড সংখ্যা ১২৫। সহরাহাট নার্সিং হোম, ফলতা রোড, সহরাহাট, বেড সংখ্যা ১২০। মা দুর্গা নার্সিং হোম, কুলপি, বেড সংখ্যা ৫০।

কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি :কলকাতার কোথায় কোথায় করোনার (কোভিড-১৯) চিকিৎসা হচ্ছেএম আর বাঙ্গুর হসপিটাল, কলকাতা এবং এম আর বাঙ্গুর হসপিটল (সুপার স্পেসালিটি ব্লক) টালিগঞ্জ, বেড সংখ্যা ১১০০। চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার, ইনস্টিটিউট (সি এন সি আই) নিউটাউন, রাজারহাট, বেড সংখ্যা ১৯২। ইনফেকশাস ডিজিজেস হসপিটাল (আই ডি অ্যান্ড বি জি) বেলেঘাটা, বেড সংখ্যা ৮২। আমরি হসপিটাল অ্যানেক্স, সল্টলেক, ৫১।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com